দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ..... 1 MAY 2009 ..
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ....

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি...

কুমিল্লা জেলা সংবাদদাতা

নিজেকে রাজনীতি ও ধূমপান মুক্ত রাখার অঙ্গীকার করে ২০০৬ সালে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় শিক্ষার্থীরা। কিন্তু ৩ বছর না পেরুতেই বিভিন্ন সংগঠনের নামে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি জমজমাট হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, ছাত্র রাজনীতির নামে বহিরাগতদের ভাড়াটিয়া হিসেবে টেন্ডারবাজির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়ছে শিক্ষার্থীরা। ছাত্রলীগের দু'টি গ্রুপ দুই নামে প্রকাশ্যে তৎপরতা চালাচ্ছে। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রার পর থেকেই গোপনে কার্যক্রম চালাচ্ছে ছাত্রশিবির। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ছাত্রলীগের দু'টি গ্রুপ প্রকাশ্যে তৎপরতা চালাচ্ছে। আর শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের একাংশ এদেরকে ব্যবহার করছে। দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে ছাত্র রাজনীতির নামে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী আর টেন্ডারবাজির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রার শুরুতেই কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত রাখার উদ্যোগ নেয় তৎকালীন প্রশাসন। নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা ছিল প্রচুর। মাঝে মধ্যে ছাত্ররা শিক্ষক সঙ্কটসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সমস্যার বিষয়ে আন্দোলন শুরু করে। ছাত্রদের এ আন্দোলনের সুযোগ কাজে লাগায় কতিপয় শিক্ষক আর কর্মকর্তা। মূলত ছাত্রদেরকে ব্যবহার করতে থাকে এসব শিক্ষক ও কর্মকর্তারা। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠাতা ভিসিকে বিদায় নিতে হয় অনেকটা আন্দোলনের মুখে। নতুন ভিসি এএইচএম জেহাদুল করিম যোগদানের পর ক্যাম্পাস শান্ত হয়ে আসলেও ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতি চর্চা শুরু হয়। বিশেষ করে গত কয়েক মাস যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দু'টি গ্রুপ স্টুডেন্ট ফোরাম ও স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন নামে সক্রিয় হয়ে উঠে। এ দু'টি গ্রুপকেই শিক্ষক কর্মকর্তারা ব্যবহার করতে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পথিকৃৎ নামে একটি সংগঠন রয়েছে। যা বাম সমর্থিত। বিভিন্ন নামে এসব সংগঠন কাজ করে গেলেও কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেননি। ছাত্রলীগের দু'টি গ্রুপের নিয়ন্ত্রণ হয় শহর থেকে। একটি জেলা ছাত্রলীগের সমর্থিত অপরটি কুমিল্লার একজন সংসদ সদস্যের সমর্থিত। এ নিয়ে ছাত্রলীগের উভয় গ্রুপের বহিরাগত ক্যাডাররাও ক্যাম্পাসে গিয়ে কয়েকবার মহড়া দেয়। সর্বশেষ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন বরণ অনুষ্ঠান যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে সেই মুহূর্তে যুবলীগের বহিরাগত কতিপয় নেতা ও ছাত্রলীগের একাংশের নেতারা স্থানীয় এমপির নাম দাওয়াত কার্ডে না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে চাপ সৃষ্টি করেন। এক পর্যায়ে কর্তৃপক্ষ নবীন বরণ অনুষ্ঠান বাতিল করে দিতে বাধ্য হন। এ নিয়ে ছাত্রলীগের অপর গ্রুপ ক্যাম্পাসে নবীন বরণ বন্ধের বিষয়ে জোরালো আপত্তি তোলেন। এরি প্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের উভয় গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।